এই সময়

কবির পঁচাত্তরতম মৃত্যুবার্ষিকীতে স্মরণ

রবীন্দ্রনাথের প্রয়াণের ৭৫তম বার্ষিকী পূর্ণ হচ্ছে এই বছর। ১৯৪১ সালে কবির শেষযাত্রার বেশ কিছু ছবি পাওয়া যায়। কিন্তু তার বেশির ভাগই খুব সহজলভ্য নয়। ভদ্রকালীর 'জীবনস্মৃতি আর্কাইভ' দীর্ঘদিন ধরে বাংলা সংস্কৃতির সঙ্গে সম্পৃক্ত এমন দুর্লভ সামগ্রী সংরক্ষণের কাজটি করে আসছে। সংগ্রাহক অরিন্দম সাহা সদরি নিরন্তর পরিশ্রমে এই কাজগুলি করে চলেছেন নিষ্ঠার সঙ্গে। তাঁরই সংগৃহীত তেমনই বেশ কিছু দুর্লভ স্মৃতিচিত্র নিয়ে এ বারে আয়োজন করা হয়েছিল একটি অনুষ্ঠান। গত ৩১ জুলাই বিকেলে ভদ্রকালীর এই আর্কাইভে 'বাইশে শ্রাবণ ৭৫' শিরোনামের ওই অনুষ্ঠানে প্রদর্শিত হল কবির শেষযাত্রার সেই সকল দুষ্প্রাপ্য আলোকচিত্র। ছিল রবীন্দ্রনাথের শ্রাদ্ধবাসরে প্রকাশিত অনুষ্ঠান পদ্ধতির পুস্তিকার প্রতিলিপি। 'ফোকাস'-এর সহযোগিতায় এই অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন সোমেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। এ দিনের অনুষ্ঠানে অধ্যাপক বন্দ্যোপাধ্যায়কে সম্মাননা জানানো হয়। পরে তিনি বক্তৃতা করেন 'মানুষের ধর্ম' শিরোনামে। সঙ্গে বৃন্দগানে ছিলেন 'জীবনস্মৃতি'র সাথীরা এবং রবীন্দ্রনাথের গানে সায়ন বন্দ্যোপাধ্যায়। প্রদর্শনী শেষ হল ৩ অগস্ট। অন্য দিকে, শ্রীমায়ের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের সাক্ষাৎ হয়েছিল বেশ কয়েকবার। তিনি স্বয়ং এঁকেছিলেন রবীন্দ্রনাথের কয়েকটি ছবিও। ১৯১৬ সালের ১১ জুন বক্তৃতারত রবীন্দ্রনাথের একটি স্কেচ করেন জাপানে। পরে তিনি এই ছবিটিকেই দুই ভাবে রূপ দেন। বিশ্বনাথ রায় 'শ্রীমা ও রবীন্দ্রনাথ' শিরোনামে সম্প্রতি একটি মনোজ্ঞ আলোচনা করলেন শ্রীঅরবিন্দ ইনস্টিটিউট কালচারে, গ্যালারি ল্যা মের-এর আয়োজনে। উল্লেখ্য এ বছর রবীন্দ্রনাথের সেই প্রতিকৃতির শতবর্ষ পূর্ণ হল। বিশ্বনাথ রায় বহু পরিশ্রমে এই ত্রয়ী সম্পর্কে অনেক অজানা তথ্য সংগ্রহ করেছেন। কবিপ্রয়াণ উপলক্ষে আগামীকাল ২২ শ্রাবণ, এই উপলক্ষে শহরে নানা অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে। গোটা অগস্ট মাস জুড়ে নানা রঙের রবীন্দ্রনাথের মালা গাঁথবে হিডকোর 'রবীন্দ্রতীর্থ'। এখানকার অনুষ্ঠানগুলি চলবে ৬ অগস্ট থেকে ২৫ অগস্ট পর্যন্ত।

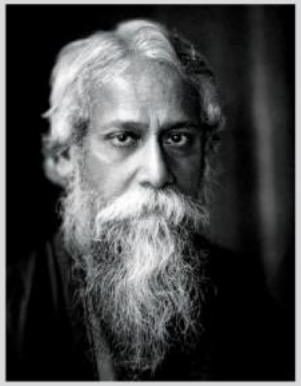

অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করার কথা দ্বিজেন মুখোপাধ্যায়, ইন্দিরা শিল্পীগোষ্ঠী, ড্যান্সার্স গিল্ড, মনোজমুরলী নায়ার, মধুবনী চট্টোপাধ্যায়-সহ অন্যান্য শিল্পীদের। রবীন্দ্রনাথ পরিচালিত এক মাত্র চলচ্চিত্র 'নটীর পূজা'র ৮৫ বছর পূর্তি উপলক্ষে আয়োজন করা হয়েছে একটি প্রদর্শনীরও। উত্তর কলকাতার ৭ অগস্ট মিনার্ভা রঙ্গমঞ্চে রবীন্দ্র মেলা কর্তৃপক্ষ আয়োজন করেছেন বক্তৃতা, সঙ্গীত ও আবৃত্তির একটি অনুষ্ঠান। ওই দিন সকালে নিমতলা মহাশ্মশানে কবির স্মৃতিসৌধে পুষ্পার্ঘ্য নিবেদিত হবে। দক্ষিণ কলকাতার টালিগঞ্জ ক্লাবে রবিবার ৬টা ৩০ মিনিটে অনুষ্ঠিত হবে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের শেষ দশকের বাছাই করা কিছু গান। সঙ্গে থাকবে নাচও। শেষ দশকের প্রতি বছর থেকে নেওয়া গান নিয়ে প্রায় দেড় ঘণ্টার অনুষ্ঠান সাজিয়ে তোলা হয়েছে। শেষ দশ বছরেই রচিত হয় চণ্ডালিকা, তাসের দেশ, শ্যামা, চিত্রাঙ্গদা-সহ প্রকৃতি পর্যায়ের বহু বর্ষার গান। ১৯৩৯ সালে অর্থাৎ মৃত্যুর ঠিক দু'বছর আগে রচিত হয় ১৯টি বর্ষার গান। সঙ্গীতে থাকছেন শিল্পী চন্দ্রাবলী রুদ্রদত্ত, দীপাবলী, প্রদীপ দত্ত, শ্যামল ভট্টাচার্য, সুব্রত মুখোপাধ্যায় সহ অন্যান্য শিল্পীরা। পাঠে উর্মি ভট্টাচার্য। সঙ্গীত পরিচালনায় চন্দ্রাবলী রুদ্রদত্ত।

কলকাতা ও আলি

আকাশে নীল মেঘের আনাগোনা।

দূরে কোথাও কাশফুলের উঁকি— বেশ বোঝা যাচ্ছে, শারদ উৎসবের আর বেশি দেরি নেই! দেবীর সাজসজ্জার কাজ শুরু হয়ে গেছে পুরোদমে। দুর্গারি ঐতিহ্য আসলে এক বিশাল এবং বহুমুখী বিষয়। সময়ের স্রোত বেয়ে তা পরিবর্তিত হয়েছে বিভিন্ন সময়ে। ভারতীয় প্রদর্শশালার প্রাক্তন অধিকর্তা শ্যামলকান্তি চক্রবর্তী এ নিয়ে অনুসন্ধান করছেন বহুদিন ধরে। সল্টলেক করুণাময়ীর 'নাট্য শোধ সংস্থান'-এ প্রতি বছর একটি করে আলোচনাসভার আয়োজনও করা শুরু হয়েছে। গত বছর এখানে বক্তৃতা দেন নৃসিংহপ্রসাদ ভাদুড়ী। এ বারে 'ভারত শিল্পে দুর্গা' শিরোনামে দুষ্প্রাপ্য চিত্র সহযোগে বলবেন শ্যামলবাবু আজ বিকেল ৫টায়, গ্রন্থাগার গৃহে। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করবেন কবি শঙ্খ ঘোষ। সঙ্গে পুরুলিয়ার ছো নাচের দুর্গা মুখোশের ছবি, সংস্থানের আর্কাইভ থেকে।

বাংলা কবিতা আমরা কে না ভালোবাসি!

অনেকে ভালোবাসেন কবিতা শুনতে, অনেকে আবার কবিতা আবৃত্তি করতে পছন্দ করেন। হয়তো আবৃত্তির মধ্যেই প্রাণ প্রতিষ্ঠা হয় কবিতার। আর এমনই একরাশ কবিতার ডালি নিয়ে বাচিক শিল্পী সোমা ঘোষের প্রথম নিবেদন 'যাকে কখনও শোনানো হল না'। গত ৩ তারিখে কলকাতা প্রেস ক্লাবে 'সৃষ্টি ক্যাসেট' সংস্থার পক্ষ থেকে কাজল সুরের পরিচালনায় সিডিটির আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন দেবশঙ্কর হালদার, কাজল সুর ও কবি কৃষ্ণা বসু। সিডিটিতে মোট তেরোটি কবিতা আছে। তবে নির্দিষ্ট কোনও বিষয় নয়, রয়েছে প্রেম, প্রকৃতি, বিরহ প্রভৃতি বিভিন্ন স্বাদের কবিতা। তবে গদ্য কবিতার সংখ্যাই এখানে বেশি। সিডি-তে শোনা যাবে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, নজরুল ইসলাম থেকে শুরু করে সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, বিমলচন্দ্র ঘোষ, রাকা দাশগুপ্ত, রমাপদ পাহাড়ি, সুস্মেলী দত্ত-সহ বিভিন্ন কবির লেখা কবিতার আবৃত্তি।

জাতীয়তাবাদ ও রবীন্দ্রনাথ।

একশো বছর আগে জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের উত্তাল সময়ে প্রকাশিত রবীন্দ্রনাথের 'ন্যাশনালিজম' (১৯১৭) বইটি নিয়ে বিতর্ক কিছু কম হয়নি। রবীন্দ্রনাথের বক্তব্য

রবীন্দ্রনাটকের অভিনয়।

উদ্যোগটা নেওয়া হয় ২০১২ সালে। ওই বছরে রবীন্দ্র সার্ধশতবর্ষ উদযাপনে বেশীরভাগ নাট্যদলগুলিই রবীন্দ্রনাটক বা

রবীন্দ্রসঙ্গীতের কর্মশালা।

বাংলার বিশিষ্ট রবীন্দ্রসঙ্গীত শিল্পী রেজওয়ানা চৌধুরী বন্যা। বাংলাদেশে তাঁর প্রতিষ্ঠিত সঙ্গীতশিক্ষা প্রতিষ্ঠান 'সুরের

ছিল, ডগ্র জাতায়তাবাদের গভেহ আর এক দেশের সঙ্গে বিবাদ, যুদ্ধ, সংঘর্ষেরও জন্ম। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের প্রেক্ষিতে রবীন্দ্রনাথ এ রকমই ভেবেছিলেন এবং জাপান, আমেরিকায় এ বিষয়ে যে বক্তৃতাগুলি দেন, তারই সংকলন 'ন্যাশনালিজম' বইটি। আজকের জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক পরিস্থিতিতে রবীন্দ্রনাথের সেই ভাবনারই ফের এক বার তল খোঁজার চেষ্টা হবে এ বারের 'অপূর্ব মুখোপাধ্যায় স্মারক বক্তৃতা'য়। অকালপ্রয়াত এই শিক্ষক-সমাজকর্মীর অনুজপ্রতিম ছাত্রছাত্রী, স্বজন-বন্ধুদের নিয়ে গড়ে ওঠা স্মারক কমিটির উদ্যোগে রবিবার ৭ অগস্ট বিকেল সাড়ে পাঁচটায় ফুলবাগানের শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি ইনস্টিটিউটে 'জাতীয়তাবাদ ও রবীন্দ্রনাথ' বিষয়ে বলবেন লেখক-সমাজকর্মী সন্দীপ বন্দ্যোপাধ্যায়।

রবান্দ্রভাবনা থেকে নাটক মঞ্চস্থ করেছে। অশোকনগর নাট্যমুখও এই ব্যাপারে পিছিয়ে ছিল না। তৈরি হয় রবীন্দ্রগল্প 'উদ্ধার' অবলম্বনে নাটক 'কন্যা তোর'। এই গল্পটি মূলত এক নারীর আন্তরিক প্রতিবাদের আখ্যান। রবীন্দ্রনাথ তাঁর তৈরি বিভিন্ন চরিত্রের মাধ্যমে বহুবার সামাজিক অচলায়তনের বিরুদ্ধে গর্জে উঠেছেন। নাটককার তীর্থঙ্কর চন্দ এ নাটকে সেই প্রতিবাদী সত্তাকে ধরে রাখার চেষ্টা করেছেন। নাটকের সঙ্গীত ভাবনা শুভদীপ গুহ, গান গেয়েছেন সোমলতা। মঞ্চের বিষয়ে পরামর্শ দিয়েছেন সমীর আইচ। অভি চক্রবর্তীর পরিচালনায় এই নাটকে রবীন্দ্রকাহিনির বেশ কিছু মহিলা চরিত্র মিলে মিশে একাকার হয়ে যায় এক পরিপূর্ণ নারীর প্রতিবাদী ভাবধারায়। আগামীকাল ২২শে শ্রাবণে নিউটাউনের রবীন্দ্রতীর্থে এই নাটকের চল্লিশতম অভিনয়। 'অশোকনগর নাট্যমুখ'-এর পক্ষ থেকে আগামীকাল এ ভাবেই কবিকে শ্রদ্ধা জানানো হবে।

ধারা'। গায়কা হিসেবে পেলেও, কলকাতার মানুষ তাঁকে শিক্ষয়িত্রী রূপে তেমন ভাবে পাননি। স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা 'সোনারতরী ট্রাস্ট' আগামী ১৩ ও ১৪ অগস্ট যাদবপুরে 'ত্রিগুণা সেন' প্রেক্ষাগৃহে সারাদিনব্যাপী এক রবীন্দ্রসঙ্গীত কর্মশালার আয়োজন করতে চলেছে, যেখানে সঙ্গীত শিক্ষার্থীদের দক্ষতা অর্জনের পথে নানা পরামর্শ দেবেন রেজওয়ানা। তিনি শুধুমাত্র গানই শেখাবেন না, গানের নিবেদন কী রকম হওয়া উচিত, গায়কী, তাঁর শিক্ষাজীবনের কথা এবং মঞ্চে কী ভাবে ক্যামেরা ব্যবহার করা উচিত, তা নিয়েও আলোচনা করবেন। এ ছাড়াও প্রমিতা মল্লিক, অগ্নিভ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং ঊর্মি দাশগুপ্তও ছাত্রছাত্রীদের তালিম দেবেন। চিকিৎসক অর্জুন দাশগুপ্ত বলবেন কী করে গলা ভালো রাখতে হয়। কর্মশালার শেষে অংশগ্রহণকারীদের শংসাপত্র প্রদান করা হবে।

সুরক্ষিত হোক বনভূমি, বন্যপ্রাণি।

গ্লোবালাইজেশনের কবলে পরে বন্যপ্রাণীদের আজ শ্বাস নেওয়া দায়, কংক্রিটের শহর গড়তে প্রতি নিয়ত চলছে জঙ্গল সাফাই। বর্তমানে সারা দেশের বনভূমির পরিমাণ মাত্র ৭ শতাংশে এসে পৌঁছেছে। ২৯ জুলাই 'গ্লোবাল টাইগার ডে' উপলক্ষে এই সংক্রান্ত বিভিন্ন পরিসংখ্যান তুলে ধরলেন 'আরণ্যক' পত্রিকার সদস্যবৃন্দ। বিশ্বজুড়ে বাঘেদের অস্তিত্ব এখন বেজায় সংকটে, চলতি বছরের জুন মাস পর্যন্ত মৃত বাঘের সংখ্যা ৭৪, যার মধ্যে সব থেকে বেশি বাঘের মৃত্যু ঘটেছে মধ্যপ্রদেশে। গ্যালারি গোল্ডে আয়োজিত ওই প্রদর্শনীতে অংশ নিয়েছিলেন পশ্চিমবঙ্গের নানান চিত্রগ্রাহকেরা, সারা ভারতে তোলা বিভিন্ন প্রকারের বাঘের ছবি নিয়ে টানা তিন দিন চলে এই অনুষ্ঠান। প্রকাশিত হয় 'আরণ্যক'-এর ৭ম বর্ষের চতুর্থ সংখ্যা। 'আরণ্যক' পত্রিকার পক্ষ থেকে তুলে ধরা হয়, বাঘ সংরক্ষণ বিষয়ক নানান তথ্য। সেই সঙ্গে সকল জনসাধারণকে আহ্বান জানান হল, বন্য প্রাণীর স্বার্থে তাদের পাশে থেকে বনভূমিকে সুরক্ষিত রাখার।

'মল্লারগান প্লাবন জাগায় মনের মধ্যে শ্রাবণ-গানে।'

এই ভাবনা থেকেই বিশিষ্ট তবলাবাদক সমর সাহার সংস্থা 'সঙ্গীতপিয়াসী' তাদের রজতজয়ন্তী বর্ষে, রবীন্দ্রসদনে আগামী ১১ থেকে ১৪ অগস্ট, এক উচ্চাঙ্গসঙ্গীত উৎসবের আয়োজন করেছে। প্রথম দু'দিন অনুষ্ঠান শুরু বিকেল পাঁচটায়, শেষ দু'দিন দুপুর দু'টোয়। অংশগ্রহণকারী শিল্পীদের মধ্যে আছেন আমান আলি বাঙ্গাশ, কৌশিকী চক্রবর্তী, দেবপ্রিয়া চট্টোপাধ্যায়, বিক্রম ঘোষ, এস শেখর, তন্ময় বসু, অনুপমা ভাগবত, বিশাল কৃষ্ণ, ভায়োলিন ব্রাদার্স, সন্দীপন সমাজপতি, শুভঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, সমর সাহা, আইটিসি-এসআরএ অনসম্বল ও আরো অনেকে। সমরের সঙ্গীতগুরু কৃষ্ণকুমার গঙ্গোপাধ্যায়ের (নাটুবাবু) স্মৃতিতে নিবেদিত এই অনুষ্ঠানে সংবর্ধিত হবেন বুদ্ধদেব দাশগুপ্ত, স্বপন চৌধুরী, অরুণ ভাদুড়ি, অজয় চক্রবর্তী, রশিদ খান প্রমুখ। এই উপলক্ষে রাজ্যের কয়েক জন বাদ্যযন্ত্র নির্মাতাকেও সম্মান জানানো হবে। প্রতি বারের মতো, এ বারও 'সঙ্গীতপিয়াসী'র প্রতিভাবান ছাত্র-ছাত্রীদের বৃত্তি ও পুরস্কার প্রদান করা হবে।

নৃত্যশিল্পীর জন্যে আলোকাঞ্জলি।

সম্প্রতি আইসিসিআর-এর প্রেক্ষাগৃহে শিঞ্জন নৃত্যালয়ের উদ্যোগে আয়োজিত হল 'আলোকাঞ্জলি'। প্রখ্যাত নৃত্যশিল্পী গুরু অলোকা কানুনগোর কেন্দ্রীয় সঙ্গীত নাটক আকাদেমি পুরস্কার পাওয়ার পরে তাঁকে সংবর্ধনা দেওয়াই ছিল অনুষ্ঠানে উপলক্ষ্য। প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল শ্রী কেশরীনাথ ত্রিপাঠী। সম্মানীয় অতিথি হিসেবে এ দিন উপস্থিত ছিলেন প্রবীণ নৃত্যশিল্পী পদ্মশ্রী রানিকর্না নায়েকও। বর্তমান সময়ে ওডিশি নৃত্যের অন্যতম প্রধান স্তম্ভ এবং পদ্মবিভূষণ গুরু কেলুচরণ মহাপাত্র ঘরানার সুযোগ্যা উত্তরসূরী অলোকা কানুনগো। ওডিশি নৃত্যকে সমৃদ্ধ করেছে তাঁর সৃষ্ট বহু নৃত্যপদ। এদিন সন্ধেয় তাঁর ছাত্রীরা একত্রে পরিবেশন করেন তাঁর তৈরি এমনই নয়টি বিশেষ নৃত্যপদ। অনুষ্ঠানের শুরু হয় প্রতিষ্ঠানের শিশুশিল্পীদের 'গণেশবন্দনা' দিয়ে। এরপর একে একে উপস্থাপিত হয় নৃত্যবিলাস, মো কৃষ্ণ পারি, মান সমাহার, বাজে বাজে বলয়া, তালমাধুরী, কামোদি পল্লবী, আরে রে নন্দনসুত এবং মহাবিদ্যা। অনুষ্ঠানের ভাবনায় প্রতিফলিত হয়েছে অভিনবত্ব। শিল্পীদের নাচে ফুটে উঠেছে পেশাদারিত্ব, কঠোর অনুশীলন এবং অধ্যাবসায়।

গীতা কোনও ধর্মীয় মত খণ্ডন করে না।

তাই সকল স্তরের মানুষের কাছে এই গ্রন্থ পৌঁছে দেওয়ার প্রচেষ্টায় শঙ্খনাদ সমরসতা মিশন 'গীতা জ্ঞান প্রতিযোগিতা ২০১৬' আয়োজন করে। ৩১ জুলাই রবিবার গোবিন্দ ভবনে তারই পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যপাল কেশরীনাথ ত্রিপাঠী এবং ব্যারাকপুর রামকৃষ্ণ মিশনের সচিব স্বামী নিত্যরূপ মহারাজ। শঙ্খনাদ মিশন দ্বারা আয়োজিত এই প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করেছিল ছয়টি জেলার মোট ৬০টি স্কুল। এ দিন রাজ্যপালের প্রয়াতা স্ত্রী স্বর্গীয় শ্রীমতী সুধা ত্রিপাঠীর স্মৃতির প্রতিও শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করা হয় 'গীতা প্রেস'-এর পক্ষ থেকে।

শহিদ ক্ষুদিরাম স্মরণে।

জন্মশতবর্ষে দার্শনিক প্রবাসজীবন চৌধুরী।

বিভিন্ন অস্থিরতায় আমাদের যুক্তি-বুদ্ধি যখন প্রায় অবরুদ্ধ, ঠিক তখনই মুক্তচিন্তার পথপ্রদর্শক দার্শনিক ও বিশিষ্ট নন্দনতাত্ত্বিক প্রবাসজীবন চৌধুরীর জন্মশতবর্ষ উদ্‌যাপনের আয়োজন করেছে প্রেসিডেন্সি বিশ্ববিদ্যালয় এবং প্রকাশনা-প্রতিষ্ঠান 'সূত্রধর'। আজ, ৬ অগস্ট সন্ধে ছ'টায় প্রেসিডেন্সি বিশ্ববিদ্যালয়ের 'ম্যাথমেটিক্স লেকচার গ্যালারি'তে আয়োজিত এই অনুষ্ঠানে 'আমাদের মননের স্বাধীনতা' বিষয় বলবেন বিশিষ্ট চিন্তাবিদ সৌরীন ভট্টাচার্য। প্রাক-কথনে স্বামী শিবপ্রদানন্দ। এই দিন প্রবাসজীবন চৌধুরী-র নামাঙ্কিত স্মারক সম্মাননা প্রদান করা হবে দর্শনবিদ্যার বর্ষীয়ান অধ্যাপক কল্যানকুমার বাগচী-কে। সেই সঙ্গে বাঙালির মনন-চিন্তনধারার অনুবর্তী সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের 'জাতীয় পতাকা', প্রবাসজীবন চৌধুরীর 'দার্শনিক কৃষ্ণচন্দ্র ভট্টাচার্য', অতুল্য ঘোষের 'পত্রাবলী', অমলেশ ভট্টাচার্যের 'বন্দেমাতরম' প্রভৃতি বই প্রকাশিত হবে। সঙ্গীত পরিবেশন করবেন শ্রুতি

মহানাগরিক

প্রথমা

পদ্মার বোটে থাকার সময়ে কবি নদীর প্রবহমান জলস্রোতের সঙ্গেই উপলব্ধি করেছিলেন মানবজীবনের বহু অনাবিষ্কৃত দিক। নিজের অহংকে দূরে রেখে বিশ্বপ্রকৃতির সঙ্গে নিজেকে মিলিয়ে দেওয়ার আকুতি জেগে উঠেছিলে তাঁর মধ্যে। আবার কখনও বা তিনি অন্তরে অনুভব করেছেন কোপাই-এর ডাক। জলস্রোতের সঙ্গীতে তিনি অনুভব করেছিলেন বিশ্বসঙ্গীতের পদধ্বনিকে। তাঁর বিভিন্ন লেখাতে সেই ভাবনার প্রতিফলনও ঘটেছে নানা সময়ে। কিন্তু জলের সঙ্গে নারীর সম্পর্ক কী? রবীন্দ্রনাথের লেখায় সকল সৃষ্টিই যেন মিলেমিশে একাকার হয়ে যায়। বাংলাদেশের শিল্পী পূজা সেনগুপ্ত রবীন্দ্রনাথের এই ভাবনা নিয়েই সৃজন করেছেন তাঁর নবতম নৃত্যভাবনা 'ওয়াটারনেস'। যেখানে জলের সঙ্গে উঠে আসে নারী

২০১০ সালের ৬ অক্টোবর প্রতিষ্ঠা হয় 'অশোকনাথ-গৌরীনাথ শাস্ত্রী স্মারক সমিতি'র। বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে দেশের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের ধারাটি ধরে রাখার চেষ্টা করে এই সংগঠন। ১১ অগস্ট, বৃহস্পতিবার বিকেল পাঁচটায় ক্ষুদিরামের মৃত্যুদিবস পালিত হবে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের দ্বারভাঙ্গা হলে। বক্তব্য রাখবেন সমিতির সহ-সভাপতি শান্তিনাথ ঘোষ, থাকবেন মুশারফ হোসেন-সহ অনেকে। এছাড়াও সমিতি আয়োজিত অঙ্কন প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণকারীদের পুরস্কৃত করা হবে ওই সন্ধ্যায়। ১৮ অগস্ট, বিকেল পাঁচটায় কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের দ্বারভাঙ্গা হলেই পালন করা হবে সংস্কৃত দিবস ও রাখী পূর্ণিমা। বক্তব্য রাখবেন সমিতির সভাপতি শ্যামলকুমার সেন, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃত বিভাগের প্রধান দীপঙ্কর মুখোপাধ্যায়, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক রীতা চট্টোপাধ্যায়। সুরভারতী সংস্কৃত ইনস্টিটিউট-এর সদস্যেরা পরিবেশন করবেন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। প্রবেশ অবাধ।

ফটোস্কোপ

ছবি: অভিষেক দাস

পাঠাতে পারেন রঙিন বা সাদা-কালো ছবি, ই মেল মারফত। ৩০০ dpi রেজলিউশন-এ jpeg ফাইল। ফটোশপ-এ ছবি বানিয়ে পাঠাবেন না। ই-মেল-এর 'সাবজেক্ট' হিসাবে লিখবেন 'ফটোস্কোপ, কলকাত্তেওয়ালি'। নিজের নাম, যোগাযোগের ঠিকানা জানাতে ভুলবেন না।

ই-মেল: kolkattewali@gmail.com

গোস্বামী।

পরমাণু শক্তি নিয়ে আলোচনা।

পরমাণু চুল্লি আমদানির জন্য সম্প্রতি ফ্রান্স ও আমেরিকার সঙ্গে ফের চুক্তি করেছে ভারত সরকার। তেজস্ক্রিয় রাসায়নিকের প্রভাবে পরিবেশ ও জনস্বাস্থ্যে বিপর্যয়ের আশঙ্কাও বাড়ছে পাল্লা দিয়ে। বর্তমান রাজ্য সরকারের সম্মতি না থাকলেও পরমাণু শক্তি নিগমের তালিকায় দেশে পরমাণু প্রকল্পের জন্য সম্ভাব্য স্থান হিসাবে কিন্তু এখনও রয়ে গিয়েছে পূর্ব মেদিনীপুরের হরিপুরের নাম। পরমাণু প্রকল্প কতটা বিদ্যুৎ উৎপাদন করতে পারে, তা নিয়ে সংশয় থাকলেও পরিবেশে পরমাণু বর্জ্যের ক্ষতিকারক প্রভাব নিয়ে কোনও সন্দেহের অবকাশ নেই। পরমাণু বর্জ্য মাটিতে-বাতাসে থেকে যায় বহু বহু বছর, যা শরীরে প্রবেশ করলে ফল হতে পারে মারাত্মক। এতে ক্যানসারের আশঙ্কা বাড়ে, প্রভাব পড়ে উত্তরপ্রজন্মের উপর। হিরোশিমা-নাগাসাকি-চেরনোবিল-ফুকুশিমার অভিজ্ঞতা থেকে শিক্ষা নিয়ে পরমাণু চুল্লির নেতিবাচক দিকটি সম্পর্কে সচেতন হওয়া প্রয়োজন। সচেতনতা বাড়ানোর সেই কাজটিই করছে 'ক্যাম্পেন এগেনস্ট নিউক্লিয়ার পাওয়ার'। মঙ্গলবার ৯ অগস্ট, নাগাসাকি দিবসে, বিকেল চারটেয় ভারতসভা হলে আলোচনার আয়োজন করেছে এই সংগঠন।

ধনঞ্জয়ের ফাঁসি প্রসঙ্গে।

বারো বছর আগে রাজ্যে সর্বশেষ ফাঁসির ঘটনাটি ঘটেছিল আলিপুর সেন্ট্রাল জেলে। চোদ্দো বছর সলিটারি সেলে রাখার পর ধনঞ্জয় চট্টোপাধ্যায়ের মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করা হয়। ধনঞ্জয় আগাগোড়া নিজেকে নির্দোষ দাবি করেছিলেন। নাগরিক সমাজের একাংশও ধনঞ্জয়ের বিরুদ্ধে ওঠা অভিযোগের সত্যাসত্য নিয়ে সংশয় প্রকাশ করেছিলেন। সেই সংশয় আরও গভীর হয়েছে দেবাশিস সেনগুপ্ত, প্রবাল চৌধুরী, পরমেশ গোস্বামীর দীর্ঘ অনুসন্ধানে। প্রশ্ন উঠেছে তদন্ত ও বিচার-প্রক্রিয়া নিয়েও। সেই অনুসন্ধানের পূর্ণাঙ্গ প্রতিবেদন গ্রন্থাকারে প্রকাশ করছে গুরুচণ্ডালি। 'আদালত মিডিয়া সমাজ এবং ধনঞ্জয়ের ফাঁসি' নামে সেই বইটির প্রকাশ উপলক্ষে ১১ অগস্ট বৃহস্পতিবার ভারতসভা হলে বিকেল সাড়ে ৫টায় রয়েছে একটি আলোচনাচক্র।

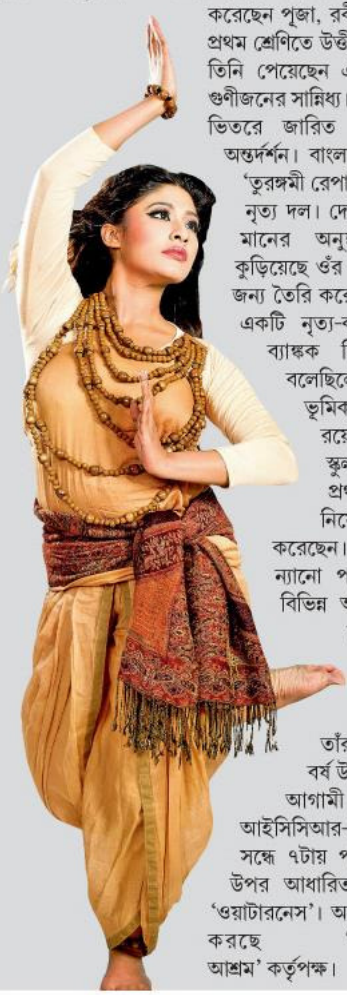

আর প্রকৃতির কথা। প্রথাগত শিক্ষার শেষে বৃত্তি নাচ নিয়ে পড়াশোনা করেছেন পূজা, রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে। প্রথম শ্রেণিতে উত্তীর্ণ হন তিনি। নাচের সূত্র ধরেই তিনি পেয়েছেন এই শহরের বিভিন্ন গুরু এবং গুণীজনের সান্নিধ্য। সমৃদ্ধ করেছেন নিজেকে। তাঁর ভিতরে জারিত হয়ে গিয়েছে রবীন্দ্রনাথের অন্তর্দর্শন। বাংলাদেশে নিজে প্রতিষ্ঠা করেছেন 'তুরঙ্গমী রেপার্টরি ডান্স থিয়েটার' নামে একটি নৃত্য দল। দেশবিদেশের বিভিন্ন আন্তর্জাতিক মানের অনুষ্ঠানে রসিকজনের প্রশংসা কুড়িয়েছে ওঁর নৃত্য-ভাবনা। বাংলাদেশ টিভির জন্য তৈরি করেছেন ইউসুফ জুলেখা-কে নিয়ে একটি নৃত্য-কাহিনী। ২০১৪ সালে তিনি ব্যাঙ্কক বিশ্ববিদ্যালয়ে নিমন্ত্রিত হয়ে বলেছিলেন 'নৃত্যে শিল্প এবং সাহিত্যের ভূমিকা' নিয়ে। নাচের বাইরেও রয়েছে বিজ্ঞান নিয়ে পড়াশোনা। স্কুলজীবন থেকেই সমস্ত পরীক্ষায় প্রথম হয়েছেন তিনি। পদার্থবিদ্যা নিয়ে কৃতিত্বের সঙ্গে উচ্চশিক্ষা লাভ করেছেন। নিজে কাজ করেছেন গোল্ড ন্যানো পার্টিকেল এবং লেজার নিয়ে। বিভিন্ন আন্তর্জাতিক জার্নালে প্রকাশিত হয়েছে তাঁর গবেষণা-নিবন্ধ। যোগ দিয়েছেন বিভিন্ন বিজ্ঞানসভায়। বিজ্ঞান যদি হয় তাঁর আগ্রহ, সংস্কৃতি তাঁর অন্তর। রবীন্দ্রপ্রয়াণের ৭৫তম বর্ষ উপলক্ষ্যে তিনি এখন এই শহরে। আগামী সোমবার, ৮ অগস্ট আইসিসিআর-এর সত্যজিৎ রায় প্রেক্ষাগৃহে সন্ধে ৭টায় পরিবেশিত হবে রবীন্দ্রজীবনের উপর আধারিত তাঁর দ্বিভাষিক নৃত্যকাহিনি 'ওয়াটারনেস'। অনুষ্ঠান পরিবেশনায় সহযোগিতা করছে 'রানিকুঠি অরবিন্দ আশ্রম' কর্তৃপক্ষ।